15-2-48

শৈলজানন্দ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের

নিবেদন

ঘুমিয়ে আছে গ্রাম

রচনা ও পরিচালনা

শৈলজানন্দ

S.D.Ly-Studio.

একমাত্র পরিবেশক : মুভিস্থান লিঃ

শৈলজানন্দ চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন

ঘুমিয়ে আছে গ্রাম

প্রযোজক ও পরিচালক ... শৈলজানন্দ

সঙ্গীত পরিচালক ... শৈলেশ দত্তগুপ্ত

গীতিকার ... মোহিনী চৌধুরী

চিত্র-শিল্পী···সুধীর বসু, সুরেশ দাশ, পঞ্চু চৌধুরী, মুরারী ঘোষ ও দশরথ বিশাল।

শব্দ-যন্ত্রী···জে, ডি, ইরানী। সম্পাদক···শ্যাম দাস।

শিল্প-নির্দ্দেশক···বটু সেন রসায়নাগারাধ্যক্ষ···ধীরেন দাশগুপ্ত।

ব্যবস্থাপক···জীবানন্দ মুখোপাধ্যায় স্থির-চিত্র-শিল্পী···সত্য সান্যাল

সহকারী

পরিচালনায় · কমল চট্টোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু, মোহিনী চৌধুরী, তুষার মিত্র, তারাপ্রসাদ বিশ্বাস। ব্যবস্থাপনায়···প্রীতিকুসুম গাঙ্গুলী।

চিত্র-শিল্পে···সমীর দত্ত ও শৈলেন বিশ্বাস। স্থির-চিত্রে···শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীতে···বীরেন মুখার্জ্জী। শব্দ-যন্ত্রে···সন্তু বোস ও ধরণী রায় চৌধুরী।

ভূমিকায়

অহীন্দ্র চৌধুরী, সমর রায়, অনুভা গুপ্তা, রেণুকা রায়, বিপিন গুপ্ত, ইন্দু মুখার্জ্জি, নবদ্বীপ হালদার, প্রবোধ মুখার্জ্জি, ধীরেশ মজুমদার, সুজিৎ চক্রবর্ত্তী, সুধীর চ্যাটার্জ্জি, যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জি, জীবন মুখার্জ্জি, অলকা দেবী, সুধা রায়।

বেচু সিংহ, আশু বোস, হাজু বাবু, হরিদাস চ্যাটার্জ্জি, চঞ্চল পাল চৌধুরী, সরোজ, রাজকুমার, বটু গাঙ্গুলী, বিনয়, আদল, কমল, প্রেমতোষ, বীরু, মাণিক, অমলানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, সান্ত্বনা, চপলা, হাসি, আরতি, রেবা, শতাব্দী ও আরও অনেকে।

প্রচার-সচিব—জ্যোতিষ ঘোষ

রায়-জি আর বিপিন।

মেলায় তাঁবু খাটিয়ে রায়-জি ম্যাজিক দেখাচ্ছে আর বিপিন তার সাক্‌রেদি করছে।

রায়-জি বীরভূম জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক ভদ্রলোক। রায়-জি তাঁর নাম নয়। উপাধি 'রায়'। শিষ্য বিপিন তাই গুরুজি না বলে, —বলে রায়-জি। সেই থেকে গ্রামের সবাই তাঁকে রায়-জি বলেই ডাকে।

তাঁবুর সামনে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে করতাল বাজিয়ে মুখোস পরে বিপিন বলছে : 'দেখে যাও হাজারিবাগের বাগ, ময়মনসিংহের সিংহ।'

মেলায় সেবছর রোজগার ভাল হ'লো না। গরুর গাড়ীতে জিনিষ-পত্র চড়িয়ে রায়-জি আর বিপিন বাড়ী ফিরলো।

রায়-জির বাবা দেবী রায় তিন বছর জেল খেটেছিলেন। সে আজ অনেকদিনের কথা। কেন খেটেছিলেন—বিপিনের ইচ্ছে, রায়-জিকে একবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কথাটা লজ্জায় কোনদিনই তার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সেদিন নিরিবিলি পেয়ে পথে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করে বসলো।

রায়-জি যা বললেন তাই থেকে জানা গেল, এঁদের অবস্থা এক-কালে বেশ ভালই ছিল, প্রচুর জমিজায়গা ছিল, চাষবাস ছিল। সম্পন্ন

গৃহস্থ বলতে যা বুঝায়, তাঁরা ছিলেন তাই। কিন্তু দেশটা তাঁদের কাঁকর-পাথরের দেশ, বর্ষায় ভাল বৃষ্টি না হলে ক্ষেতে ফসল ভাল হয় না। উপরি-উপরি দু'বছর বৃষ্টি হলো না। আর তার ফলে দেশে হলো অজন্মা। মাঠের ধান জল অভাবে গেল শুকিয়ে, মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার আর অন্ত রইলো না।

জমিদারের মাজুলির বাঁধে ছিল প্রচুর জল। এই জল আর জমির ফসল নিয়ে জমিদারের সঙ্গে বাধলো দেবী রায়ের ঝগড়া। ঝগড়া শেষে আদালতে গিয়ে উঠলো। এবং এরই ধাক্কা সাম্‌লাতে গিয়ে দেবী রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। জমিজমা টাকাকড়ি যা কিছু ছিল—সব গেল। তার ওপর হলো তাঁর তিন বছর জেল।

এই তো গেল তাঁর জেলের ইতিহাস। জেল থেকে ফিরে এসে দেবী রায় দেখলেন—তাঁর ছেলে—রায়-জি, ম্যাজিক দেখিয়ে, সাপের খেলা দেখিয়ে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে।

দেবী রায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রায়-জিকে বললেন—আমি তোমাকে ভূমিহীন করে' দিয়ে গেলাম। আমরা পল্লীগ্রামের মানুষ, মাটির সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান। আমাদের পায়ের নীচের এই মাটি—এই মৃত্তিকা আমাদের মা, জীবধাত্রী, জননী। আশীর্ব্বাদ করি, যে-মাটি আমি হারিয়েছি, সেই মাটি যেন আবার তোমার কাছে ফিরে আসে। মাটিকে ভালবেসো, মা বলে ডেকো, দেখবে সাড়া দেবে।

লোকের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে রোজগার করতে রায়-জির ভাল লাগে না, অথচ জমি নেই যে চাষ করবেন। একটি মাত্র ছেলে রাজা, কলকাতায় রেখে কলেজে

পড়িয়ে তাকে বি-এ পাশ করা-লেন। ভেবেছিলেন একদিন সে লেখা-পড়া শিখে রোজগার করে' চাষের জমি কিনবে। আবার তাঁদের সেই হারাণো সম্পত্তি ফিরে' আসবে।

অনেক সাধ করে' ছেলের তিনি নাম রেখেছিলেন রাজা। রাজা মানে সিংহাসনের রাজা নয়, ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তো সে মাটির রাজা হবে।

কিন্তু মনের সাধ তাঁর মনেই রইলো। রাজা একদিন বাড়ী ফিরে তার বাবাকে বললে—আমাদের দেশে মাটিতে যে ফসল হয়, তার কতটুকুই-বা দাম! সারা ভারতবর্ষের গ্রাম ঘুমিয়ে আছে, তাই বুঝতে পারে না, দু'চার বিঘে জমি পেলে, চারটিখানি ফসল হলো, বাস তাইতেই খুশী হয়ে সারাবছর চুপ করে কাটিয়ে দিলে! আর সেই জন্যেই আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট।

রায়-জি চটে উঠলেন। বললেন: তা সে-দুঃখ কষ্ট ঘুচবে কেমন করে?

রাজা বললে: শিল্প, ইণ্ডাষ্ট্রীজ কল-কারখানা। এই সব বাড়িয়ে তুলতে হবে, নইলে দেশের কষ্ট ঘুচবে না।

রায়-জি কিন্তু কল-কারখানার ওপর হাড়ে চটা। এই নিয়ে পিতা পুত্রে বাধলো বিরোধ। আর এই বিরোধকে কেন্দ্র করেই এই 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' গল্পের উপক্রমনিকা এবং বহু বিচিত্র ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর পিতা ও পুত্রের মিলনেই এর অশ্রুসজল পরিসমাপ্তি।

গান

রাণীর গান

ঘুমিয়ে আছে গ্রাম
ঘুমভরা ওই ঘুম্‌তি-নদীর বাঁকে।
নীল আকাশের আলোছায়ার মায়া
নদীর জলে স্বপ্ন যেন আঁকে।
পায়ে চলার পথটি আঁকা-বাঁকা,
লক্ষ্মী মায়ের পায়ের ধূলোয় ঢাকা,
ফুল ফোটানো দুষ্টু পথিক হাওয়া
ঘরের খবর মনের খবর রাখে।
আঁচল পেতে সবুজ ধানের ক্ষেতে
ঘুমায় যেন অবুঝ চাষীর আশা,
বউ কথা কও—পাখীর সুরে সুরে
উঠছে কেঁদে কোন্ উদাসীর ভাষা।
ঘুমের দেশে জাগবে সবাই কবে,
আসবে ছুটে আনন্দ-উৎসবে,
গানে ভরবে গানের মেলা,
মিলবে সবাই এক সাথে এক ডাকে।
জাগাও সাড়া, জাগাও প্রাণে প্রাণে
ঘুম ভেঙ্গে যাক্ ঘুম-ভাঙ্গানী গানে।
কেন আলোর মালায় সাজাও নগরীকে,
গ্রামেই যদি আঁধার ঘিরে থাকে।
ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম,
ঘুমভরা ওই ঘুম্‌তি-নদীর বাঁকে।

রাজা-রাণীর গান

রাণী : বোলবো না মোর মনের কথা কী যে,
নাও বুঝে নাও নিজে তুমি,নাও বুঝে নাও নিজে।
রাজা : দায় পড়েছে বুঝতে ছলনা,
বলতে না চাও না হয় বলো না।
রাণী : তবে ঘুর্‌ঘুরিয়ে ঘুরছো কেন পিছে ?
রাজা : যা খুশী তাই ভাবতে পার নিজে।
মনটি তোমার নয়ক' মোটেই সোজা
মেয়ে ত' নও, একটি যেন আড়াই মণের বোঝা !

রাণী : বোঝা ? সে কি আমি, না সে তুমি ?
কা'র বোঝা কে টানে ?
রোজ দু'বেলা হাত পুড়িয়ে ভাত রেঁধে কে আনে ?

রাজা : তোমার ও সব হাঁড়ির খবর জানতে আসি নি যে।

রাণী : সেই ভাল, সেই ভাল,
না জানো, না জানো।

রাজা : তবে দু'চোখ ভরে জল কেন গো আনো ?

রাণী : ও কিছু নয়, বৃষ্টিতে চোখ ভিজে,
বোলবো না মোর মনের কথা কী যে,
নাও বুঝে নাও নিজে তুমি, নাও বুঝে নাও নিজে।

চোত্-পরবের গান

বামুন ও বাম্নী : হায় হায় হায় হায় রে দাদা,
হায় রে কলিকাল, দাদা, হায় রে কলিকাল !
কাল যা ছিল আজকে তা নেই,
উল্টে গেল চাল !

বামুন : পৈতে-ধারী বামুন আমি কী হয়েছে তা'তে ?
এই লাঙ্গল দিয়ে নিজের জমি চষ্‌বো নিজের হাতে।
লোকের কথায় কান দেবো না, সবাই ভেড়ার পাল,
হায় রে কলিকাল, দাদা, হায় রে কলিকাল !

চাষী : বলি ও গোঁসাই, শুন্‌ছো মশাই, শুন্‌ছো ঠাকুর ভাই,
তোমরা যদি লাঙ্গল ধরো, আমরা কোথায় যাই ?
আজ চাষ করেও ভাত জোটে না, এম্‌নি মোদের হাল,
হায় রে কলিকাল, দাদা, হায় রে কলিকাল !

চাষী-বৌ : ভাব্‌না কি গো ? যাই চল না, গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী,
লোক-ঠকানো ব্যবসা চালাই ঘণ্টা-টিকি নাড়ি।
আর চাষা বলে' বামুনকে আজ লাগাই গালাগাল,
হায় রে কলিকাল, দাদা, হায় রে কলিকাল !

শৈলজানন্দ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের

দ্বিতীয় নিবেদন

?

রচনা ও পরিচালনা—**শৈলজানন্দ**

—ভূমিকায়—

জহর গাঙ্গুলী, মলিনা, ফণী রায়,

ইন্দু মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক :—**মুভীস্থান লিমিটেড**

ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিমিটেড হইতে শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শৈলজানন্দ চিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।